ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ ও জেন্ডার

ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
ichcap
International Information and Networking for Intangible Cultural Heritage in the Asi under the auspices of UNESCO

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNESCO OFFICE IN DHAKA

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
Intangible Cultural Heritage

© UNESCO / Danson Siminyu

ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ ও জেন্ডার

© Umemura Yutaka

© Saïd Azadi

© Fumiko Ohinata

জেন্ডার পরিচিতি

জেন্ডার সম্পর্কিত মূল্যবোধ ও রীতিনীতিসমাজ, কমিউনিটি ও গোষ্ঠী ভেদে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজের নানা অভিব্যক্তি ও আচার-অনুষ্ঠান সমূহের মাধ্যমে,কমিউনিটির নারী-পুরুষের মধ্যে,তাদের ভূমিকা ও আন্তঃসম্পর্ক বিষয়ক বিভিন্ন জ্ঞান ও রীতিনীতি বাহিত এবং এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়ে থাকে। এইভাবে ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ জেন্ডার বিষয়ক পরিচিতি ও সঞ্চারণে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সুতরাং ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ এবং জেন্ডার পরিচিতি বিষয়টি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

অনেক কমিউনিটিতে প্রথাগত খাদ্যাভ্যাস এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে নারীরাই প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে। এই চর্চার মূলে রয়েছে মা ও মেয়ের মধ্যে বিদ্যমান সামাজিক সম্পর্ক: মেয়েরা এই কাজগুলো করার ক্ষেত্রে তাদের মায়েদের দেখে শেখে এবং মায়েদের সাথে এই কাজে অংশগ্রহণ করে। এইভাবে ধীরে ধীরে সুনির্দিষ্ট অংশগ্রহণ ও কাজে পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে তাদের নারী সত্ত্বা বিকশিত হয় ।

© UNESCO / Danson Siminyu

© 2008 by Ministry of Culture – Photograph: Iris Biskupic Basic

© 2008 by Ministry of Culture – Photograph: Iris Biskupic Basic

ওমানের বেদুইন কমিউনিটির বিভিন্ন প্রথাগত কার্যক্রম ও অনুষ্ঠানে উট একটি অপরিহার্য উপাদান। উট প্রজনন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত বিভিন্ন আনুষঙ্গিক উপকরণ তৈরির ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর সুনির্দিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। অধিকাংশ বুননের কাজই নারীরা করে থাকেন, আর পুরুষেরা করেন কাঠখোদাই ও রৌপ্যসামগ্রী তৈরির কাজ। একই ধরনের শিল্পকর্ম দেখা যায় ক্রোয়েশিয়ার হারস্কো জাগোর্জির গ্রামবাসীদের শিশুদের জন্য কাঠের খেলনা তৈরির ঐতিহ্যবাহী কাজে। তারা একটি কৌশল ব্যবহার করেন যা বহু প্রজন্ম ধরে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। পুরুষেরা নমনীয় গাছের শাখা, চুন, বিচ ও ম্যাপল কাঠ সংগ্রহ করেন এবং সেগুলো শুকিয়ে নেন, রং করেন ও কাটেন, এবং ঐতিহ্যবাহী যন্ত্রপাতি দ্বারা খোদাই করে খেলনা তৈরি করেন। এরপর নারীরা বিভিন্ন রং ব্যবহার করে নিজেদের কল্পনা থেকে ফুল বা জ্যামিতিক নকশা দ্বারা খেলনাগুলো সজ্জিত করেন।

ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজের বিবিধ আচার-অনুষ্ঠানে তাদের উপস্থিতি জেন্ডার অনুসারে নির্ধারিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ, ঐতিহ্যবাহী শিল্পকর্মের জন্য প্রায় সময়ই জেন্ডার ভিত্তিক শ্রমের ওপর নির্ভর করতে হয়। অন্যদিকে, বিভিন্ন সামাজিক আচার, উৎসব-অনুষ্ঠান ও শিল্পকলা-নারী-পুরুষের ভূমিকা এবং জেন্ডার অসমতা বিষয়ক সমস্যাসহ সংশ্লিষ্ট কমিউনিটির নানাবিধ সমস্যা ও সামাজিক কুসংস্কার তুলে ধরার ক্ষেত্র হতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, অনেক উৎসব, ঐতিহ্য ও অভিনয় শিল্পে নারী ও পুরুষ তাদের নিজস্ব জেন্ডার সত্ত্বার পরিবর্তন করে নিজেদের উপস্থাপন করেন, এবং কখনোবা ব্যক্তি তার নিজের জেন্ডার সত্ত্বাকেও ছাপিয়ে যান। এভাবে কমিউনিটি সদস্যদের অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি করা হয় যেখানে কমিউনিটিগুলো জেন্ডার ভূমিকা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করে, এর প্রতিফলন সহজ করে তোলে এবং কখনো কখনো প্রচলিত জেন্ডার রীতিও আদর্শকে চ্যালেঞ্জ করে থাকে।

জেন্ডারের ভূমিকা ও সম্পর্কের বিবর্তন

সাধারণত শৈশবকাল থেকেই মানুষ জেন্ডারে ভূমিকা আত্মস্থ করতে শেখে। তবে নারী-পুরুষের ভূমিকা সুনির্দিষ্ট বা অপরিবর্তনশীল কিছু নয়। ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজের মতো জেন্ডার ভূমিকাও প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল এবং নতুন পরিস্থিতির সাথে তা খাপ খাইয়ে নেয়। সময়ের সাথে সাথে কমিউনিটিগুলো তাদের আভ্যন্তরীন জেন্ডার ভূমিকা ও আদর্শ নিয়ে 'বোঝাপড়া' করতে থাকে, এবং জেন্ডার-নির্দিষ্ট অনেক ঐতিহ্য ও চর্চা যা অতীতে কোনো একটি জেন্ডার গ্রুপের জন্য নির্ধারিত ছিল, অনেক ক্ষেত্রে কমিউনিটিগুলোতে দেখা যায় যে, তা অন্য জেন্ডার গ্রুপের অংশগ্রহণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। জেন্ডার সম্পর্কিত মূল্যবোধ, তার আদর্শ এবং পরবর্তী প্রজন্মে কাছে তার বিস্তরণ এবং সঞ্চারণে ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জেন্ডার আদর্শ ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ সঞ্চারণের

© Umemura Yutaka

ভিয়েতনামের চাউ ভ্যান শামানদের গানের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীরা জেন্ডার ভূমিকা পরিবর্তন করে নেয়, যেখানে নারীরা ঐতিহ্যগতভাবে 'পুরুষদের' এবং পুরুষেরা 'নারীদের'চরিত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ ও আচার-আচরণ অনুকরণ ও পরিবেশন করে থাকে। একইভাবে, কাবুকি হলো জাপানের ঐতিহ্যবাহী নাট্যরীতি, যেখানে নারী চরিত্রের অভিনয়ে পারদর্শী পুরুষ অভিনেতারা 'ওনাগাতা' নামে পরিচিত। আরও দুটি প্রধান চরিত্রের উপস্থাপনরীতি হচ্ছে 'ওরাগোতো' (রুঢ় উপস্থাপন) ও 'ওয়াগোতো' (কোমল উপস্থাপন)। এই সকল চরিত্র-রীতিগুলোর বৈশিষ্ট্য হলো সহজাত নারী ও পুরুষের নিজস্ব জেন্ডার ভূমিকাকে এরা কখনো কখনো ছাপিয়ে যায় এবং কোথাও কোথাও প্রশ্নবিদ্ধ করে অভিনেতাদের উপস্থাপিত জেন্ডার সত্ত্বার অস্পষ্টতা দিয়ে। কাবুকি নাটকগুলি অনেকটাই ঐতিহাসিক ঘটনা ও হৃদয়ঘটিত সম্পর্কের ক্ষেত্রে নৈতিক দ্বন্দ্বের অবতারণা করে থাকে। বর্তমানে জাপানের নাটকের সবচেয়ে জনপ্রিয় ঐতিহ্যবাহী নাট্যরীতি হচ্ছে কাবুকি।

© Umemura Yutaka

ওপর প্রভাব ফেলে, অন্যদিকে - ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ জেন্ডার আদর্শকে প্রভাবিত করে। সুতরাং জেন্ডার আদর্শ ও ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান।

জেন্ডার সংক্রান্ত পরিবর্তনসমূহের অন্যতম বিষয়গুলো হচ্ছে, পরিবর্তন-প্রক্রিয়ার আলাপ-আলোচনায় অংশগ্রহণ, অংশগ্রহণকারীদের ভূমিকা এবং তাদের জেন্ডার। ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ সংরক্ষণ এবং সঞ্চারণ জেন্ডার-সম্পর্ক ও ক্ষমতা-সম্পর্কের সামষ্টিক ব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত। এইসব আচার-আচরনই পারস্পরিক সম্পর্ক ও বোঝাপরাকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। সামষ্টিক অংশগ্রহণ ও ক্ষমতা-সম্পর্কের দ্বন্দ্ব নিরসনে কমিউনিটির মধ্যে প্রায়শই জেন্ডারের ভূমিকা বিষয় নিয়ে প্রশ্ন ওঠে।

সিয়্যাতিস্তা হলো সাইপ্রাসের 'কবির লড়াই'-এর একটি রূপ, যেখানে একজন কবি/গায়ক তাৎক্ষণিকভাবে তার বুদ্ধিদীপ্ত মৌখিক কাব্য অথবা গান দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বী কবি/গায়ককে পরাস্ত করার চেষ্টা করেন। সিয়্যাতিস্তা দীর্ঘকাল ধরে বিবাহ অনুষ্ঠান, মেলা ও জনসাধারণের অন্যান্য উৎসবের জনপ্রিয় উপাদান হিসেবে প্রচলিত আছে, যেখানে আগ্রহী দর্শকের কবিদেরকে তাদের পারদর্শিতা দেখাতে উৎসাহিত করে থাকেন। ঐতিহ্যগতভাবে কেবল পুরুষেরাই এতে অংশগ্রহণ করে আসছেন; তবে সাম্প্রতিক সময়ে কিছু নারী কবিদেরও এতে অংশগ্রহণ করতে দেখা যাচ্ছে।

© 2003 Larnaca Municipality – Photograph: Andreas Larkos

© 2003 Larnaca Municipality – Photograph: Andreas Larkos

© 2005 Department of Traditional Arts at the Research Center of ICHHTO
Photograph: Saïd Azadi

© 2005 Department of Traditional Arts at the Research Center of ICHHTO
Photograph: Nabiollah Giyahchi

ইরানের সমাজ ব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী ইরানের সবচেয়ে পুরাতন বর্ণনাত্মকনাগালি নাট্য আঙ্গিকের অভিনয় রীতির সঞ্চারণে জেন্ডারসত্ত্বার অংশগ্রহণে পরিবর্তন এসেছে। আজকাল নারীনাগাল অভিনেত্রীরা মিশ্র দর্শকদের (নারী ও পুরুষ উভয়ের) সামনে অভিনয় করে থাকেন যা ইরানে আগে প্রচলিত ছিল না। ইরানে শুধু নারী দরর্শকদের সামনে নারীরাই অভিনয় করে থাকেন। সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত নাগাল অভিনেতা-অভিনেত্রিদেরকে লোক-কাহিনি, নৃগোষ্ঠীর মহাকাব্য ও ঐতিহ্যগত ইরানী সাংস্কৃতিক চর্চার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অভিভাবক হিসেবে মনে করা হয়– যা তাদেরকে একটি বিশেষ সামাজিক মর্যাদা দান করে, বর্তমানে এতে নারীদেরও প্রবেশাধিকার তৈরি হয়েছে।

ন্ডার ধারণার বৈচিত্র্যতা

াহেতু এক কমিউনিটি থেকে আরেক মিউনিটির ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ লি ভিন্ন রকম, এজন্য একইভাবে জেন্ডার ম্পর্কিত ধারণাও বিভিন্ন কমিউনিটিতে বিভিন্ন কম হয়। জেন্ডার সম্পর্কিত বোঝাপড়া সারা শ্বে সর্বজনীনভাবে একরকম নয়। উপরন্ত, ন্ডার ভূমিকা ও মূল্যবোধ কমিউনিটির দৃষ্টিকোণ াকেই বিশ্লেষণ করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ, ছু স্বদেশি উত্তর আমেরিকান আদিবাসী গোষ্ঠীর াকেরা তৃতীয় লিঙ্গ ও দ্বৈতসত্ত্বার মানুষসহ তটি পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন জেন্ডারের স্বীকৃতি দিয়ে কে।

কয়েকটি ইউরোপীয় ও এশীয় সমাজে, বর্তমানে তিন বা ততোধিক জেন্ডার গ্রুপের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। বয়স এবং জেন্ডারও অনেক সময় নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত, যেমন – শিশুদের আচরণ বিষয়ে জেন্ডার সম্পর্কিত রীতিও এ সংশ্লিষ্ট আচরণ-বিধির প্রত্যাশা, কিশোর ও বয়স্কদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য রীতিও প্রত্যাশা থেকে ভিন্ন। সমাজে জেন্ডার বা নারী-পুরুষের ভূমিকা এবং এ সম্পর্কিত মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটে, তাই এই পরিবর্তনগুলি ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজের বিভিন্ন চর্চা ও অনুষ্ঠানকে প্রভাবিত করে তাকে অভিযোজনে সহায়তা করে।

জেন্ডার সমতা

যেহেতু কমিউনিটিগুলোর মধ্যে জেন্ডার সত্ত্বার সম্পর্ক প্রতিনিয়তই পরিবর্তন হচ্ছে, এর ফলে ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ চর্চার মধ্যদিয়ে জেন্ডার সমতা অর্জন ও জেন্ডার-ভিত্তিক বৈষম্য উত্তরণেরও সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। সমতা ও বৈষম্যহীনতা হচ্ছে মানবাধিকারের প্রধান দুটি মূলনীতি। ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ ও তার সংশ্লিষ্ট জেন্ডার সমতা বিবেচনার সময় মানবাধিকার দৃষ্টিভঙ্গি কেবল জেন্ডার ভূমিকার মধ্যেকার পার্থক্যের ওপরই নয়, বরং এগুলির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলের মর্যাদা ও কল্যাণ নিশ্চিত করা হয় কিনা, তার প্রতিও লক্ষ্য রাখে। দ্য কনভেনশন অন দ্যা এলিমিনেশন অফ ডিসক্রিমিনেশন এগেইনস্ট উইমেন-(সি,ই,ডি,এ,ডাব্লিউ)-এ ঐতিহ্যগত সাংস্কৃতিক আচার-আচরণ ও চর্চা – কিংবা এমনকি নারী ও পুরুষের পৃথককৃত ভূমিকা গুলোকেও চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা হয়নি, বরং এসব থেকে যে নেতিবাচক ফল দেখা দিতে পারে সেগুলিকেই চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা হয়েছে, যেমন– নারীদের ওপর বাঁধাধরা কিছু ভূমিকা আরোপ করা যা তাদের ক্ষমতাহীন করে বা অন্য কোনোভাবে তাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন করে থাকে।

সুতরাং, বৈষম্যহীনতার দৃষ্টিকোণ থেকে ঐতিহ্যবাহী বা প্রথাগত চর্চা যে গুলোর মধ্যে নারীর প্রতি বৈষম্য ও তাকে অবদমিত রাখার বিষয় অন্তর্ভুক্ত আছে, শুধু তাই নয় যে চর্চাগুলো এই বৈষম্যতাকে উৎসাহিতও করে সেগুলোর 'সংরক্ষণ' করার দাবির বৈধতার ব্যাপারে প্রশ্ন তোলা যথার্থ। এ ধরনের বৈষম্যমূলক চর্চার ফলে ভুক্তভোগী প্রান্তিক ও ক্ষমতাহীন জনগোষ্ঠীর অধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে এই দাবিগুলিকে বিবেচনা করতে হবে। মানবাধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে কিছু কিছু চর্চা স্পষ্টত কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়। এছাড়াও অন্যান্য অনেক চর্চার কথা এখনো অজ্ঞাত, যার দ্বারা ভূক্তভোগী জনগোষ্ঠির ক্ষতির মাত্রা কতটুকু তা চিহ্নিত করা খুবই কষ্টসাধ্য।

এটি আরও একটি দুরূহ প্রশ্নের জন্ম দেয় যে, কারা এরকম সিদ্ধান্ত নেবে এবং কিভাবে। বৈষম্যহীনতার মূলনীতি অনুসরণ করে কমিউনিটির কল্যাণে প্রান্তিক এবং জেন্ডার বৈষম্যের শিকার জনগোষ্ঠীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অবশ্যই সম্পৃক্ত হতে হবে। অন্যদিকে, এই সামাজিক গোষ্ঠীগুলো নিজেরাই তাদের সামাজিক প্রয়োগের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন বৈষম্যমূলক প্রথাগত চর্চাকে সমর্থন এবং এমনকি উৎসাহিতও করে। যা বিরাজমান জেন্ডার সম্পর্কিত সংকটকে তুলে ধরে। যদিও কোনো কোনো সামাজিক-আচার মানবাধিকার লঙ্ঘন করে, তথাপি তারও একটি সামাজিক গুরুত্ব রয়েছে।

© 2013 Cultural Heritage Administration

কেনিয়ার নারী সংগঠন ম্যান্ডেলো ইয়া ওয়ানাওয়াকে (Maendeleo Ya Wanawake- MYWO), বিভিন্ন কমিউনিটির সাথে কাজ করছে যাদের কৃত্যানুষ্ঠানগুলির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে নারীর প্রজনন-অঙ্গচ্ছেদ (female genital mutilation- FGM), এবং এ ধরনের আচার-অনুষ্ঠানের ইতিবাচক সামাজিক-সাংস্কৃতিক দিকগুলো অক্ষুণ্ন রেখে সংগঠনটি তাদের বিকল্প কৃত্যানুষ্ঠান বিকাশের জন্য একসাথে কাজ করছে। ঐতিহ্যটি পরিবর্তন করা যায় কিনা এবং কীভাবে তা পরিবর্তন করা যায়– এ ব্যাপারে মতামত জানার জন্য নারী সংগঠনটি মা, মেয়ে, বাবা ও কমিউনিটির নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ করেছে। এরপর তারা অনুষ্ঠানের জননেন্দ্রীয়-ছেদ পর্ব বাদ দিয়ে বয়ঃসন্ধিকালের অন্য সকল ঐতিহ্যবাহী আচার-অনুষ্ঠান, যেমন– একা রাখা, তথ্য বিনিময়, ও উদযাপন ইত্যাদি সহযোগে বিকল্প কৃত্যানুষ্ঠানের পরিকল্পনা তৈরি করেন। এটি Ntanira Na Mugambo বা 'কথার দ্বারা খৎনা' নামে পরিচিতি লাভ করে। কেনিয়ার মিরুতে প্রথমবার যখন এই বিকল্প কৃত্যানুষ্ঠান আয়োজন করা হয়, তখন মোট ৩০ জন মেয়েশিশু নিয়ে ১২টি পরিবার খৎনায় অংশগ্রহণ করে। কমিউনিটির বহু মানুষের এ ব্যাপারে সংশয় ছিল এবং মনে করেছিল পরিবর্তিত ঐতিহ্যটি অতি শীঘ্রই বিলীন হয়ে যাবে। তবে উৎসবটি ব্যাপক মনোযোগ আকর্ষণে সক্ষম হয় এবং এরপর থেকে আগ্রহী অনেক ব্যক্তি ও জনগোষ্ঠী MYWO-এ খোঁজ-খবর নিতে শুরু করে। এক বছরের মধ্যে মিরুর ১১টি এলাকা থেকে ২০০ পরিবার এই বিকল্প আচার-অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছে।[১]

ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজে জেন্ডার-ভিত্তিক বৈষম্য নিয়ে কথা বলার সময় অতিমাত্রার সরল দৃষ্টিভংগি পরিহার করার জন্য অত্যন্ত সতর্ক হওয়া প্রয়োজন, কারণ এর ফলে– একটিমাত্র জেন্ডার গ্রুপ চর্চা করছে– কেবল এই অজুহাতে অনুশীলন গুলিকে গুরুত্বহীন মনে করা হতে পারে। অধিকাংশ না হলেও বিশ্বের অনেক সমাজে বাস্তবতা এই যে, বহু সংখ্যক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুশীলনই পৃথক করণ করা হয়েছে (বয়স, জেন্ডার ও অন্যান্য মাপকাঠির ভিত্তিতে) এবং এটাই বৈষম্যের একমাত্র উদাহরণ নয়, আরও অনেক ভাবেই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বৈষম্যের ঘটনা ঘটছে। কেবল জেন্ডার-ভিত্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমেই কমিউনিটিগুলো তাদের ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ (কোনো সামাজিক অনুশীলন, কৃত্যানুষ্ঠান, বাস্তব জ্ঞান, মৌখিক ঐতিহ্য ইত্যাদি) সত্যিকার অর্থেই বৈষম্যমূলক কিনা তা চিহ্নিত করতে পারে।

ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ সুরক্ষা বিষয়ক সনদে (Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage; অতঃপর কনভেনশন বা সনদ নামে অভিহিত) সুনির্দিষ্টভাবে মানবাধিকারের প্রতি অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে, যেখানে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, কেবল আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের মানদণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ গুলিই কনভেনশনের পরিধির আওতাধীন হিসেবে বিবেচনা করা হবে (ধারা ২.১)।

1. Maendeleo Ya Wanawake Organization. 2002. Evaluating Efforts to Eliminate the Practice of Female Genital Mutilation. Raising Awareness and Changing Harmful Norms in Kenya, Washington DC: PATH.

সুরক্ষা (সেফগার্ডিং) প্রক্রিয়ায় জেন্ডার

জেন্ডার সম্পর্ক ও ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজের মধ্যেকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ফলে কার্যকরভাবে ঐতিহ্য সুরক্ষার নতুন পথ উন্মুক্ত হতে পারে। এক্ষেত্রে কমিউনিটি প্রধানের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কমিউনিটি ও গোষ্ঠী বা দল সমজাতীয় নয়, সুতরাং জেন্ডার সংক্রান্ত বিচার-বিবেচনায় যথাযথ মনোযোগ দিয়ে ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ও তাদের ভূমিকার বৈচিত্র্য চিহ্নিত করা গুরুত্বপূর্ণ। অন্যথায়, ঐতিহ্যগুলিকে নানা ধরনের ঝুঁকি থেকে কার্যকরভাবে সুরক্ষিত করার নতুন নতুন সম্ভাবনা অদৃশ্য ও অধরাই থেকে যাবে।

জেন্ডার ও ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ একটি জটিল উপায়ে এবং বিধিবদ্ধ আইন, অনুশীলন, সঞ্চারণ ইত্যাদির মাধ্যমে কিছুটা পারস্পরিক উপায়ে, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে থাকে। সুতরাং সুরক্ষা কৌশল গুলোর দ্বারা জেন্ডার-সম্পর্ককে প্রভাবিত করা অথবা কমিউনিটি ও তাদের প্রত্যেক সদস্য ও উপ-দলের মর্যাদা ও স্বীকৃতিকে শক্তিশালী অথবা দুর্বল করে তোলারও সম্ভাবনা রয়েছে।

কনভেনশনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের জন্য অনেকগুলো সুরক্ষা পদক্ষেপ উল্লেখ করা হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ের পদক্ষেপগুলোর মধ্যে রয়েছে: ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ চিহ্নিতকরণ (আইডেন্টিফিকেশন) ও তালিকাপত্র (ইনভেন্টরি) তৈরি; প্রাতিষ্ঠানিক, মূলনীতিগত ও আইনগত কর্মকাঠামো প্রতিষ্ঠা; সুরক্ষা পরিকল্পনা ও গবেষণা উন্নয়ন; এবং সচেতনতা সৃষ্টি ও শিক্ষা উদ্যোগ গ্রহণ। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রয়েছে: রাষ্ট্রপক্ষগুলো সুরক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক সহায়তার জন্য আবেদন বা অনুরোধ করতে পারে, এবং কনভেনশনের তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য মনোনয়ন দাখিল অথবা রেজিস্টার অব বেস্ট সেফগার্ডিং প্র্যাক্টিস-এর জন্য প্রস্তাবনা উপস্থাপন করতে পারে।

আইডেনটিফিকেশনে জেন্ডার

কনভেনশন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একটি প্রধান সমস্যা হচ্ছে ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ সুরক্ষায় নারীর ভূমিকা দৃশ্যমান না হওয়া। একই কথা সমাজের প্রান্তিক সদস্যদের জন্যও প্রযোজ্য, যাদের অবদান জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খুব কমই স্বীকৃতি পেয়ে থাকে।[২] কোনো কোনো সময় যেসব স্থানে প্রান্তিক জেন্ডার গ্রুপগুলো তাদের ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ অনুষ্ঠান আয়োজন করে, কেবল ওগুলোই হচ্ছে একমাত্র সামাজিক ক্ষেত্র যেখানে সমাজ তাদের অনুষ্ঠান পরিচালনার অনুমতি দিয়েছে। সুতরাং জাতীয় পর্যায়ে ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে জেন্ডার বিষয়ে পক্ষপাতিত্ব করা হলে এর ফলে কোনো বিশেষ জেন্ডার গ্রুপের ঐতিহ্য অবহেলিত থাকার ঝুঁকি তৈরি হয়।

অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী নারীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত ওয়ানি নারী ইতিহাস প্রকল্প (Waanyi Women's History Project)- আদিবাসীদের প্রাসঙ্গিক ঐতিহ্যের স্বীকৃতি আদায় এবং ঐতিহ্য চিহ্নিতকরণ ও ব্যবস্থাপনায় জেন্ডার ও অন্যান্য পক্ষপাত নিরসনে কাজ করেছে। এই নারীরা মনে করেন যে, নিজ ঐতিহ্য নিয়ে তাদের উদ্বেগের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ এবং সরকারি পরিকল্পনাগুলোতে এই বিষয়ে আইনগত বৈধতা দেওয়া হয়নি। তারা তাদের ঐতিহ্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলাপ-আলোচনার ক্ষেত্রে নিজেদের কথা বলার অধিকার প্রতিষ্ঠায় একটি কৌশল উদ্ভাবন করেছে।[৩]

2. Document ITH/13/8COM/INF.5.c.

3. Smith, L., Morgan, A. and van der Meer, A. 2003. Community-driven Research in Cultural Heritage Management: The Waanyi Women's History Project. International Journal of Heritage Studies, Vol. 9, No. 1.

তালিকাপত্র (ইনভেন্টরি) তৈরিতে জেন্ডার

একইভাবে, ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজের তালিকা পত্র তৈরি এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট গবেষণা ও ডকুমেন্টেশনের কাজে ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজে নারী ও বিভিন্ন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অবদান অনুলিখিত থাকার কিংবা ভুলভাবে উপস্থাপিত হওয়ার ঝুঁকি থেকে যায়। কনভেনশন অনুসারে, ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজের তালিকা পত্র তৈরির কাজটি সংশ্লিষ্ট কমিউনিটির পূর্ণ অংশগ্রহণের মাধ্যমে গ্রহণ করতে হবে। সুতরাং কমিউনিটি-ভিত্তিক তালিকা পত্র তৈরিতে প্রশিক্ষণ ও সহায়তা প্রদানে জেন্ডারের দিক থেকে কমিউনিটির সম্পৃক্ততা পূর্ণ-প্রতিনিধিত্বমূলক কিনা এবং কতটা প্রতিনিধিত্বমূলক তা বিবেচনা করা প্রয়োজন। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন ধরনের ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ শনাক্ত করা যেতে পারে এবং ঐতিহ্য সঞ্চারণ ও সুরক্ষার মধ্যে নিহিত কিছু জেন্ডার-ভিত্তিক ধারণা দৃশ্যমান করা যেতে পারে।

সুরক্ষা (সেফগার্ডিং) পরিকল্পনায় জেন্ডার

ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজের সুরক্ষা পরিকল্পনার পর্যায় একটি চূড়ান্ত মুহূর্ত যা সুনির্দিষ্ট ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজের ভবিষ্যৎ অভিব্যক্তি বা বহিঃপ্রকাশকে প্রভাবিত করে থাকে। কোনো বিশেষ অনুশীলন বা আচার-অনুষ্ঠান, উদ্ভূত নানা হুমকি ও ঝুঁকি, এসব হুমকি ও ঝুঁকি মোকাবেলার কৌশল ও কার্যক্রম এবং সংশ্লিষ্ট মানবসম্পদ ও অর্থনৈতিক সম্পদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য কমিউনিটির মাধ্যমেই প্রতিফলিত হয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়া কমিউনিটির সকল সদস্যের জন্যই যাতে উপকার বয়ে আনতে পারে, এজন্য বিভিন্ন বয়স ও জেন্ডার গ্রুপের কথা বলার অধিকার বিবেচনায় আনতে হবে। প্রথমেই কমিউনিটিগুলো নিজেদের পক্ষ থেকে জেন্ডার ও জেন্ডার ভূমিকা সম্পর্কে তাদের বোধগম্যতা এবং ঐতিহ্যের সাথে এই বিষয়গুলো কীভাবে সম্পর্কযুক্ত তা সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করবে। সরকারি কর্তৃপক্ষ, সামাজিক সংগঠন, বিভিন্ন শিক্ষা বিষয়ক প্রতিষ্ঠান ও গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়– সুরক্ষা কার্যক্রমে জেন্ডার বিষয়কে কীভাবে সমন্বিত করা যায় এ সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতিগত জ্ঞান প্রদানে ভূমিকা রাখতে পারেন। একটি সফল সুরক্ষা পরিকল্পনা গড়ে তুলতে,কমিউনিটি ও কমিউনিটির বাইরের অংশীজনদের দ্বারা প্রস্তাবিত জেন্ডার ভূমিকা ও জেন্ডার বিষয়ক পদক্ষেপগুলো বিশেষ ভূমিকা ও অবদান রাখে।

নীতিমালা উন্নয়নে (পলিসি ডেভেলপমেন্টে) জেন্ডার

জেন্ডার ও ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজের নীতিমালা প্রণয়ন করতে হলে সুরক্ষা নীতিমালা প্রণয়নের সময় সংশ্লিষ্ট সকল জেন্ডার গ্রুপসহ সকল জনগোষ্ঠীর সদস্যদের মতামত ও সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। অল্প সংখ্যক কমিউনিটি সদস্য, বহিরাগত বিশেষজ্ঞ ও রাষ্ট্রীয় এজেন্সির ওপর এই কাজটি ছেড়ে দেওয়া ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। কনভেনশন অনুযায়ী (ধারা ২.১), নীতিমালা প্রণয়নে মানবাধিকারের বিভিন্ন মূলনীতি (জেন্ডার সমতাসহ), টেকসই উন্নয়ন এবং ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ সুরক্ষায় পারস্পরিক সম্পর্কগুলোর প্রতি শ্রদ্ধা রেখে, উপায়গুলো পরিবর্ধন করতে হবে। নিশ্চিত করতে হবে যে, সচেতনতা সৃষ্টিমূলক কার্যক্রমগুলো যেন 'কোনো ধরনের রাজনৈতিক, সামাজিক, নৃতাত্ত্বিক, ধর্মীয়, ভাষাগত ও জেন্ডার-ভিত্তিক বৈষম্যকে প্রতিষ্ঠা' করতে সহায়ক না হয়ে ওঠে (Operational Directives 102)। জেন্ডার সমতা বিষয়ক বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দলিলপত্র, যেমন– CEDAW Ges Gi Optional Protocol4 প্রয়োজনীয় তথ্যসূত্র হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

এছাড়াও নীতিমালা সংক্রান্ত কাজগুলি যাতে একীভূত ও কার্যকর হয়, সেজন্য কোনো রাষ্ট্রীয় ভূখণ্ডে বিদ্যমান জেন্ডার সম্পর্কিত অনুশীলনগুলোর বৈচিত্র্যসমূহ বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন।

© 2013 Agency for Cultural Affairs

© 2012 by Firoz Mahmud – Photograph: Murshid Anwar

4. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women and its Optional Protocol, see: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/CEDAWIndex.aspx.

আন্তর্জাতিক তালিকাভুক্তিতে (ইন্টারন্যাশনাল ইন্সক্রিপশন) জেন্ডার

বিগত দশক ধরে ক্রমবর্ধমান হারে বিভিন্ন ঐতিহ্য-উপাদান (এলিমেন্ট) তালিকাভুক্তি (ইনভেন্টরি) সম্পর্কে ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ সুরক্ষা বিষয়ক আন্তঃসরকার কমিটির আলোচনা ও সিদ্ধান্তসমূহে জেন্ডার বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। কিছু কিছু মনোনয়ন-নথিতে (নমিনেশন ফাইল) জেন্ডার ভূমিকা সংক্রান্ত বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বটে, কিন্তু উপদেশক প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন মনোনয়নে জেন্ডার বিষয়ে অপর্যাপ্ত বর্ণনা সম্পর্কে তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। এছাড়া, উপদেশক প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপক্ষ গুলিকে জেন্ডার বিষয়ে যথাযথ মনোযোগ প্রদান করে সুনির্দিষ্ট ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীদের বৈচিত্র্য ও তাদের ভূমিকা বিশদভাবে বর্ণনা করতে উৎসাহিত করা হয়েছে।[৫]

মূলধারায় জেন্ডার

কনভেনশনের বিষয়বস্তুতে জেন্ডার সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে কিছু বলা না হলেও পরিচালনা সংস্থাগুলি জেন্ডার বিষয়াবলিতে অধিক মনোযোগ দিয়েছে এবং রাষ্ট্রগুলোকে তাদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত উপাদানসমূহের অবস্থা সম্পর্কিত প্রতিবেদন তৈরির সময় 'জেন্ডার ভূমিকার ওপর বিশেষ মনোযোগ' দেওয়ার অনুরোধ করেছে।[৬]

এই অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার কার্যসম্পাদন-পদ্ধতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল 'ফরম' ও নির্দেশনা এবং কনভেনশন বাস্তবায়ন সংক্রান্ত রাষ্ট্রপক্ষগুলোর সাময়িক প্রতিবেদনে বর্তমানে জেন্ডারের উল্লেখ রয়েছে, এবং সেই অনুসারে কনভেনশনের অপারেশনাল ডিরেক্টিভস্‌ও সংশোধন করা হয়েছে।
তাছাড়া ইউনেস্কোর কনভেনশন বাস্তবায়নে গৃহীত বৈশ্বিক পর্যায়ে সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচির মধ্যে সুরক্ষার জন্য জেন্ডার-বিষয়ক কৌশলসমূহে প্রশিক্ষণ ও নীতিমালা প্রণয়নের পরামর্শও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর উইমেন– আর্ট অব ট্যালির ডকুমেন্টেশন তৈরিতে সাহায্য এবং এর সুরক্ষার জন্য মিশরের আপার ইজিপ্ট অঞ্চলের নারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ইজিপশিয়ান সোসাইটি ফর ফোক ট্রেডিশনস্ (ইএসএফটি) নামে একটি এনজিও-কে দায়িত্ব অর্পণ করে। তিন শতাধিক নারী প্রথম প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশ নেয়, এবং এরপর দ্বিতীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণের প্রতি নারীদের প্রবল আগ্রহের কারণে তারা সুনির্দিষ্ট এই ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ পুনরুজ্জীবিত করতে এগিয়ে আসেন, যা তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কিন্তু তারা ভীষণ হুমকির সম্মুখীন হন।

5. Document ITH/13/8COM/7.
6. Decision 9.COM 13.a in Document ITH/14/9COM/Decisions.

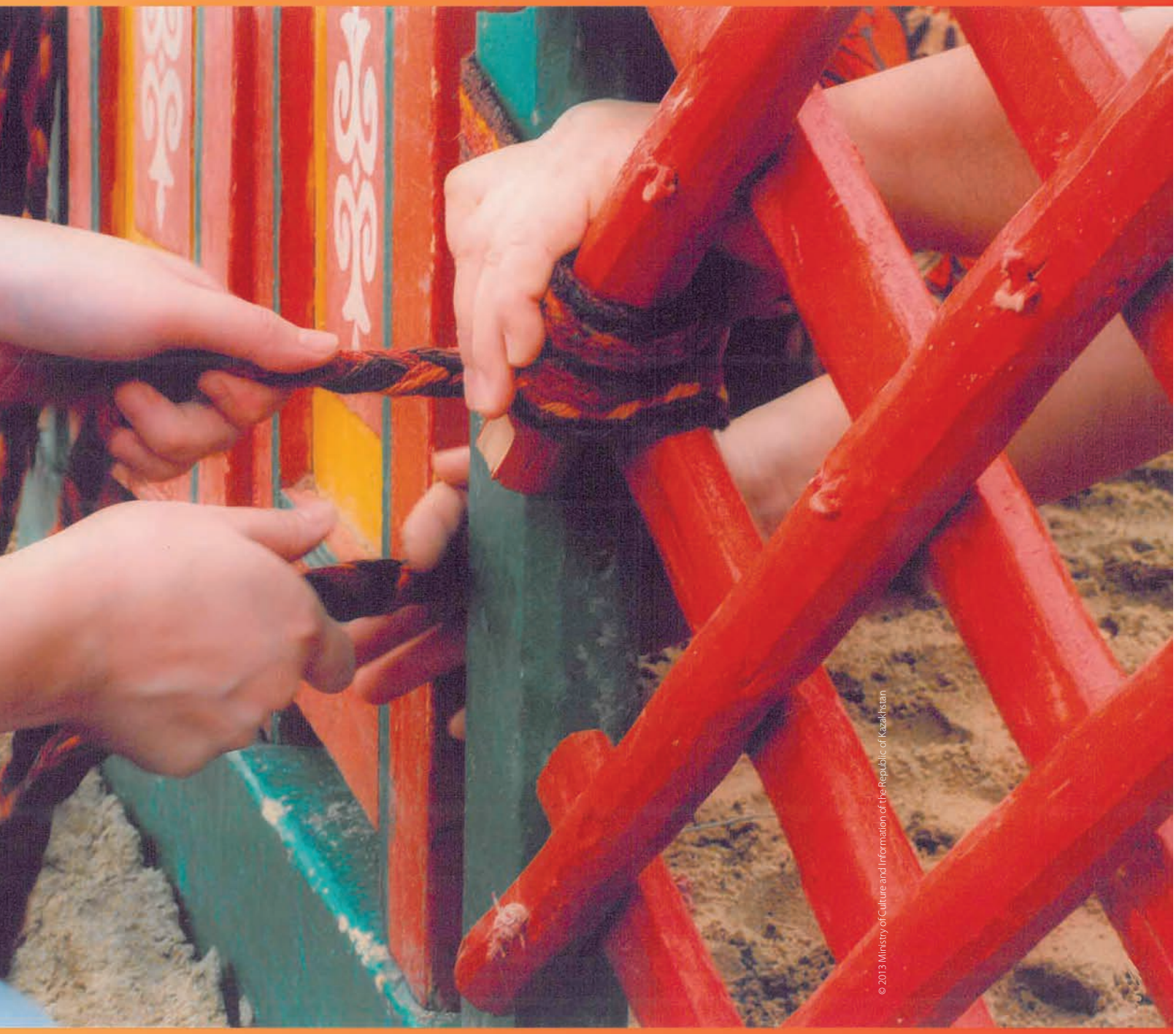

© 2013 Ministry of Culture and Information of the Republic of Kazakhstan

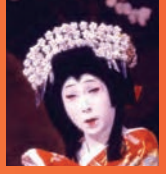

ইনট্যানজিবল
কালচারাল
হেরিটেজ

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

Intangible
Cultural
Heritage

The designations employed and the presentation of material throughout this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of UNESCO concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or the delimitation of its frontiers or boundaries.
The authors are responsible for the choice and the presentation of the facts contained in this book and for the opinions expressed therein, which are not necessarily those of UNESCO and do not commit the Organization.

The present translation has been prepared under the responsibility of the International Information and Networking Centre for Intangible Cultural Heritage in the Asia-Pacific Region under the auspices of UNESCO (ICHCAP) and the UNESCO Office in Dhaka.

© Myriam Jégat, 2009

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

ichcap

International Information and Networking Centre for Intangible Cultural Heritage in the Asia-Pacific under the auspices of UNESCO

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

UNESCO OFFICE IN DHAKA